দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 JAN 1995
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

মাদ্রাসায় কৃষি শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাম্প্রতিক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে, মাদ্রাসার কারিকুলামে কৃষি বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে চলতি বৎসর হইতে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত কৃষি বিজ্ঞান পড়ান হইবে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে স্কুলে কৃষি বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক হইয়াছে। স্কুল কারিকুলামের এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাইয়া গত বৎসরের মে মাসে (১০ই মে) এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমরা মাদ্রাসাতেও কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষাদানের বিষয়টি বিবেচনার সুপারিশ করিয়াছিলাম। মাদ্রাসা বোর্ডের সিদ্ধান্ত কৃষিভিত্তিক আমাদের দেশের জন্য নিঃসন্দেহে সুখবর। আমাদের দেশটা যে কৃষিপ্রধান তাহা সকলেরই জানা। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, দেশে কৃষিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার গরজ বিশেষ কেহ অনুভব করেন নাই। স্মরণযোগ্য যে, বৃটিশ আমলে স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হয় প্রধানতঃ কেরানী সৃষ্টির লক্ষ্যে। অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষাকে পরিণত করা হয় ধর্মশিক্ষার বাহনে। এইভাবে দেশে চালু হয় পরস্পরের সহিত প্রায় সম্পর্কহীন দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা। তারপর শিক্ষা সংস্কারের নামে দেশে কত কমিটি-কমিশন বসিয়াছে, আন্দোলন হইয়াছে, কিন্তু কৃষি শিক্ষার বিষয়টি তেমন করিয়া কেহ বলেন নাই। ফলে কৃষির স্থান স্কুলে যেমন হয় নাই, তেমনি মাদ্রাসার চৌহদ্দিতেও ঢুকিতে পারে নাই কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থা। যাহা হউক, আমাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থাও যে এখন ক্রমশঃ বিজ্ঞাননির্ভর হইতেছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। কীটনাশকসহ বিভিন্ন আধুনিক ও উন্নত প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হইতেছে হাতে-খামারে। এই ক্ষেত্রে অজ্ঞতা যে সর্বনাশ সাধন করিতে পারে, আমেরিকার কোস্টারিকা দেশটি তাহার প্রমাণ। সেদেশে ব্যাপকহারে কীটনাশক ব্যবহারের বিষক্রিয়ায় শুধু গরু-বাছুর নয়, মানুষেরও জীবনহানি হইয়াছে ব্যাপকভাবে।

এই প্রসঙ্গে গত বৎসর স্কুল পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিড়ম্বনাও স্মরণ করা যাইতে পারে। স্কুলে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষণা দেওয়ার পরও দেখা যায় যে, প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কৃষি বিজ্ঞানের বই ছিল না, সিলেবাস ছিল না। প্রায় ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষকেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। থানা কৃষি অফিসারদের স্কুলে স্কুলে যাইয়া ছাত্রদের শিক্ষাদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। অবস্থার এখনও যে তেমন পরিবর্তন হইয়াছে বলা যায় না। এখন মাদ্রাসায় কৃষি শিক্ষা সম্প্রসারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে কর্তৃপক্ষ কতটা সক্ষম হইবেন, তাহা বলা দুষ্কর। সরকার কৃষি ডিপ্লোমাধারীদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরেও দেশের হাজার হাজার স্কুল-মাদ্রাসার জন্য শিক্ষক পাওয়া যাইবে কিনা বলা মুশকিল। তাই অনেকের মতে যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়া ব্যবস্থা গ্রহণ সঙ্গত নয়।

কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষা দানের মহতী উদ্যোগ যাহাতে ভণ্ডুল না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এত কথার অবতারণা। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলেরই সযত্ন প্রয়াস আবশ্যক। বিলম্বে হইলেও কৃষিপ্রধান আমাদের দেশের স্কুল-মাদ্রাসায় কৃষি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ নিঃসন্দেহে সাধুবাদের দাবী রাখে।